গাংনীর রামকৃষ্ণপুর ধলা থেকে হেরোইনসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৫গ্রাম হেরোইনসহ জামাল হোসেন(৫২) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ।

মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে ডিবির এসআই হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে এ অভিযানে পরিচালনা করেন এএসআই মাহাতাব উদ্দিন, এএসআই হেলাল উদ্দীন ও এএসআই আহসান হাবীব।

আটক জামাল হোসেন একই গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে। সে এলকার চিহিৃত মাদক ব্যবসায়ী। তার বিরুদ্ধে মাদকের একাধীক মামলা বিচারাধীন ।

ডিবির ওসি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামে জামাল হোসেনের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এসময় তার বাড়ি তল্লাশি চালিয়ে ৫গ্রাম হেরোইনসহ তাকে আটক করে গাংনী থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে বেড়েছে করোনা সংক্রমনের হার

ঝিনাইদহে হঠাৎ করে করোনা সংক্রমনের হার বাড়তে শুরু করেছে। গত ২৪ ঘন্টায় ৬০ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৩৪ জনের করোনা সনাক্ত হয়েছে। সনাক্তের হার ৫৬ দশমিক ৬৬ ভাগ। যা বিগত সময়ের চেয়ে সবচেয়ে বেশী।

সিভিল সার্জন ডা. সেলিনা বেগম জানান, মঙ্গলবার সকালে ঝিনাইদহ ল্যাব থেকে আসা করোনা সনাক্তের ফলাফলে এসেছে। সেখানে ৬০ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৩৪ জনের করোনা পজেটিভ হয়েছে।

এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৩ হাজার ১শত৫৪ জন। জেলায় মোট মৃত্যু’র সংখ্যা ৬০ জন। তবে গত ২৪ ঘন্টায় কোটচাদপুর উপজেলায় ১জন মারা গেছে। বর্তমানে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের কোভিড ইউনিটে রোগী ভর্তি আছে ১৯ জন।

উপজেলা ভিত্তিক মোট আক্রান্তের সংখ্যা সদরে ১৬৪৭ জন, শৈলকুপায় ৩৬৭ জন, হরিণাকুণ্ডুতে ১৮১ জন, কোটচাঁদপুরে ১৭০ জন, কালীগঞ্জে ৬৩২জন এবং মহেশপুরে ১৫৭ জন।

মেহেরপুরে নতুন করে ৪২জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৪২জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ১২জন, গাংনীতে ২১জন এবং মুজিবনগরে ৯ জন রয়েছেন।

রবিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সিভিল সার্জন অফিস সুত্রে জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্টের ১৩৩টির মধ্যে পজেটিভ ৪২ টি।

আজকের ৪২টি পজিটিভের মধ্য দিয়ে জেলায় মোট পজিটিভ কেসের সংখ্যা ২২৫টি। এর মধ্যে সদরে ৬৯, গাংনী ৯৯ ও মুজিবনগরে ৬৭টি। জেলায় এ পর্যন্ত মৃত্যু ২৭ জনের এর মধ্যে সদর ১০, গাংনী ১১ ও মুজিবনগরে ৬ জন। আক্রান্তদের মধ্যে এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৯৩৯ জন।

ভিন্নসূত্রে পাওয়া পাজিটিভদের পরিচয়, গাংনী শিশিরপাড়ার গোলাম মোস্তফা (৪৮), ছাতিয়ানের রেজাউল (৫৮), তাসবি আহমেদ (১৪), রেহানা (৪৫), হিন্দার মহিবুল (৫৫), করমদির ইয়ারুল (৫৫), হিন্দার মনোয়ারা (৪৫), সাহারবাটির সেলিনা (৫২), হাড়াভাঙ্গার হাবিবুর (৩৪), হলপাড়ার মোসাদ্দেকুর (৩৭), ধর্মচাকীর মরিয়ম (৭০), তেতুলবাড়িয়ার বিপ্লব হোসেন (২৭), আয়েসাদুল বানু (৬০), ফেরদাউস হোসেন (৬০), রিপা খাতুন (৩০), ইয়াসিন আলী (৫৮), মেহেদি হাসান (১৬), সেলিনা খাতুন (৪০), আয়েশা (৫০), করমদির রফিকুল ইসলাম (৩৫)।

দারিয়াপুরের আসমা (৪৫), নাজিরাকোনার আদরি (৫০), সোনাপুরের জয়নাল (৫৬),ইমানুর (৩৫), কেদারগঞ্জের রেহেনা (৪৫),মানিকনগরের হামিদা খাতুন (৬৯), আনন্দবাসের জাকিয়া খাতুন (৬০), আশরাফুর (৬৫), রশিকপুরের ফজিলা (৫০)।

মেহেরপুর মল্লিকপাড়ার আশিকুর আলম (২৬), দিঘিরপাড়ার মাহাতাব আলি (৬২), বারাদির শাহেরা (৬০), রাজনগরের খাইরুল (৩০), পুরাতন পোস্ট অফিস পাড়ার হাসিনা খাতুন (৪২), আমঝুপির জয়গন নেছা (৪৫), কাঁসারীপাড়ার খালেদ হাসান (২০), সাহারা বানু (৬২), কোর্ট পাড়ার পিয়ারুল শেখ (৪০), পিয়াদাপাড়ার তানিয়া (২৫), আমঝুপির ইশতিয়াক আলম (৩৯), আলমপুরের ইসমাইল (৬৫)।
সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন সবাইকে সামাজিক দূরত্ব, নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস, মাস্ক ব্যবহার, জন সমাগম এড়িয়ে এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

চুয়াডাঙ্গায় বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্ণামেন্টের উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালক অনূর্ধ্ব-১৭ ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালিকা অনূর্ধ্ব-১৭ শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে । মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশ ঘটিকার সময় চুয়াডাঙ্গা পুরাতন স্টেডিয়ামে ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়।
চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন ও চুয়াডাঙ্গা ক্রীড়া অফিস এর আয়োজনে ও চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক মনিরা পারভীন এর সভাপতিত্বে উক্ত টুর্ণামেন্টে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোঃ নজরুল ইসলাম সরকার। এসময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন ক্রিয়া শক্তি ক্রিয়া বল মাদক ছেড়ে খেলতে চল। শরীর এবং দেহকে সুস্থ রাখতে হলে অবশ্যই খেলাধুলা প্রয়োজন। খেলাধুলার মাধ্যমে মন ও শরীর সুগঠিত হবে এবং

সুনিয়ন্ত্রিত থাকে। পড়ালেখার পাশাপাশি অবশ্যই আমাদের সন্তানদেরকে খেলার সুযোগ করে দিতে হবে।
উক্ত টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ সাদিকুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক খোকন, চুয়াডাঙ্গা জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন লাড্ডু, মধু হোসেন, মিলন বিশ্বাস সহ বিভিন্ন ক্রীড়াঙ্গনে নেতৃবৃন্দ। উদ্বোধনী ম্যাচে দামুড়হুদা উপজেলার ১-০গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে আলমডাঙ্গা উপজেলা।

কালীগঞ্জে মানসিক প্রতিবন্ধীকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা চেষ্টা

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ শহরের বিহারী মোড় নামক স্থানে আব্দুর রহমান
(৪৬) নামে এক মানসিক প্রতিবন্ধীর শরীরে দাহ্য পদার্থ দিয়ে আগুন ধরিয়ে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সোমবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে শহরের বিহারী মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। দগ্ধ আব্দুর রহমান শহরের আড়পাড়া এলাকার মুনছুর খানের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, রাত সাড়ে ৮ টার দিকে বিহারী মোড়ে এসে আব্দুর রহমান হাটাহাটি করছিল। এ সময় সে বিপ্লব নামে একজনের নাম ধরে ডাক দেয়। হঠাৎ হুরাইরা হার্ডওয়ার এর মালিক ও সাবেক কমিশনার মার্জেদ আলীর ছেলে বিপ্লব হোসেন আব্দুর রহমানের শরীরে দাহ্য পদার্থ (তারপিন) ঢেলে ম্যাচ দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। এসময় শরীরে আগুন লাগা অবস্থায় এদিক-সেদিক ছোটাছুটি শুরু করে। পরে এক সেলুন মালিক তার শরীরে একটি তোয়ালে দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।

কালীগঞ্জ পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মুক্তার হোসেন জানান, আব্দুর রহমান একজন মানসিক প্রতিবন্ধী। শহরের বিভিন্ন দোকানে ঘুরে ঘুরে খাবার তুলে খায়। সবাই তাকে পাগল বলেই চেনে। বিভিন্ন সময় সে মানুষের নাম ধরে ডাকে। বিহারী মোড়ের হার্ডওয়্যার

ব্যবসায়ী বিপ্লব মানসিক প্রতিবন্ধী আব্দুর রহমানের শরীরে দাহ্য পদার্থ দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ঘটনা দুঃখজনক।

কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. আহসানুল হক জানান, আব্দুর রহমানের শরীরের ১৭ শতাংশ পুড়ে গেছে। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে যশোর সদর হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

কালীগঞ্জ থানার ওসি মুহা: মাহফুজুর রহমান মিয়া জানান, মানসিক প্রতিবন্ধীর শরীরে দাহ্য পদার্থ দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ঘটনা শুনেছি। অবশ্যই এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অভিযুক্ত বিপ্লবকে আটক করতে পুলিশ অভিযান শুরু করেছে।

কালীগঞ্জে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ঔষধ ব্যবসায়ীর মৃত্যু

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে করোনায় মাহাবুবুর রহমান (৩৬) নামে এক ঔষধ ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ১১ টার দিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।
মাহাবুবুর রহমান কালীগঞ্জ শহরের ১০ তলা ভবনের সালমান ফার্মেসীর স্বত্ত্বাধিকারী ও চৌগাছা উপজেলার বাদেখানপুর গ্রামের আয়ুব আলীর ছেলে। তিনি কালীগঞ্জ শহরের নিশ্চিন্তপুর এলাকার বাসিন্দা।
নিহতের ফুফাতো ভাই শাহীন হোসেন জানান, গত তিন দিন আগে ভাইয়ার নমুনা পরীক্ষায় করোনা পজেটিভ আসে। যশোর সদর হাসপাতালের করোনা ইউনিটে ভর্তি ছিলেন। উন্নত চিকিৎসার জন্য মঙ্গলবার সকালে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার পথে ফেরীঘাটে মারা যান।
এদিকে, ঝিনাইদহে গত ২৪ ঘন্টায় ৬০ নমুনা পরীক্ষায় ৩৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এরমধ্যে ঝিনাইদহ সদরে ৭, শৈলকুপায় ৯, কালীগঞ্জে ৭ ও হরিণাকুণ্ডুতে ১১ জন আক্রান্ত হয়েছেন। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্ত ৩১৫৪, সুস্থ হয়েছেন ২৮২০ জন। এ পর্যন্ত করোনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৬১ জন।
উল্লেখ্য, সর্বশেষ গত ৪ এপ্রিল ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বেজপাড়া গ্রামের রহিমা খাতুন খুলনা মেডিকেল কলেজে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

কুষ্টিয়ায় মাছ চুরির অভিযোগে যুবককে পিটিয়ে হত্যা

কুষ্টিয়ার খোকসায় মাছ চুরির অভিযোগে জসিম উদ্দিন নামে এক যুবককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে।
মঙ্গলবার ভোরে কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার মোড়াগাছা রতনপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত যুবক জসিম উদ্দিন উপজেলার মোড়াগাছা রতনপুর গ্রামের রওশন আলীর ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, মঙ্গলবার ভোরে উপজেলার খোকসা ইউনিয়নের আইয়ুব আলী বিশ্বাসের বাড়ির পাশের পুকুরে মাছ চুরি করতে যায় জসিম উদ্দিন। এ সময় বিষয়টি টের পেয়ে খোকসা ইউপি চেয়ারম্যান আইয়ুব আলী বিশ্বাস ও তার লোকজন তাকে পিটুনি দেয়। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পর সেখানে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত যুবকের বড়ভাই হাসিম শেখ জানান, রাতে আর্জেন্টিনা খেলা দেখতে যায় জসিম উদ্দিন। খেলা দেখে সেখান থেকে ফেরার পথে খোকসা ইউপি চেয়ারম্যান আইয়ুব আলী বিশ্বাসের লোকজন তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে আহত করে।
ঘটনাস্থল থেকে একজন আমাকে জানান, জসিম উদ্দিনকে চেয়ারম্যানের বাড়িতে তার লোকজন পেটাচ্ছে। সেখানে গেলে তারা আমাকেও পিটিয়ে মারবে বলে জানায় সে। পরে বিষয়টি পুলিশে জানানো হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ভাইকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে দায়িত্বরত চিকিৎসক জসিম উদ্দিনকে মৃত ঘোষণা করেন।
খোকসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সৈয়দ আশিকুর রহমান জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে ওই যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে সেখানে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে ঘোষণা করেন।
তবে কি কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছে বিষয়টি এখনো জানা যায়নি তদন্ত চলছে বলেও জানান ওসি।
এ বিষয়ে জানতে খোকসা ইউপি চেয়ারম্যান আইয়ুব আলী বিশ্বাসের মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি তা রিসিভ করেননি।

ঝিনাইদহে ভাতিজার মাছের খামার ষড়যন্ত্র করে দখলের চেষ্টা চাচার

ঝিনাইদহে ভাতিজার মাছের খামার নিজের চাচা কৌশলে দখল করে নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।
ঘটনাটি ঘটেছে ঝিনাইদহে সদর উপজেলার মামুনশিয়া গ্রামে। গত রবিবার সরেজমিন পরিদর্শন কালে জানা যায়, চাচার উপর ভরসা করে একই গ্রামের মৃত হামিদুর রহমানের ছেলে ভাতিজা ইনতাজ আলী ও আশরাফুল আলম দুই ভাই দীর্ঘদিনের মাছ চাষী চাচা আব্দুল খালেকের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামের ওসমান আলী, নহর আলী, আসমত আলী সোহরাব আলী, মহর উদ্দীন ও আব্দুর রাজ্জাকসহ বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে প্রায় ১৫ বিঘা জমি ১০বছরের জন্য প্রতি বিঘা বছরে ১৪হাজার টাকা মূল্যে বর্গা নিয়ে এবং নিজেদের কিছু জমি মিলে ২০ বিঘা জমির উপর ২০১৮ সালের শেষের দিকে গড়ে তোলেন হামিদ এগ্রো ফিসারিজ ফার্ম। তিন বছর ধরে ভালই চলছিল তাদের ব্যবসা। প্রতি বছর পুকুরে খাবার ও মাছের পোনা বাবদ প্রায় ১৫/১৬ লাখ টাকা বিনিয়োগ করে বেশ লাভ হচ্চিল। এবারোও কর্মসংস্থান ব্যাংক ও অন্যান্য এনজিও লোনের মাধ্যমে টাকা সংগ্রহ করে পুকুরে বড় বড় মাছের আবাদ করেছে। এরই মাঝে পারিবারিক কিছু ঝামেলার কারণে চাচা ভাতিজার মধ্যে বিবাধের সৃষ্টি হয়।

আর এই সুযোগে বর্গাদারদের নিকট থেকে বর্গার টাকা বাড়িয়ে দিয়ে গোপনে চাচা নিজের নামে ৩বছর পরে বর্গার স্ট্যাম্প লিখে নিয়ে ভাতিজাদের জমি নিজের নামে বর্গা নেওয়া বলে দাবি করে কোর্টে মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেছেন। ওই গ্রামের একাধিক ব্যক্তির নিকট জানতে চাইলে তারা বিষয়টি নিয়ে তারা বলেন এই জমিতে পুকুর কাটা থেকে শুরু করে তিন বছর ধরে ইনতাজদের দখলে রয়েছে বলে আমরা সকলেই জানি, এখন হঠাৎ করে শুনছি তার চাচার নামে নতুন করে ষ্ট্যাম্প করে পুকুর দখলের চেষ্টা করা হচ্ছে। বিষটি নিয়ে যে কোন সময় সংঘাত তৈরী হতে পারে তাই স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে বিষয়টির সুরাহা চান সকলেই।

এবিষয়ে ভুক্তভোগি ইনতাজ আলী বলেন আমরা চাচার উপর অঘাত বিশ্বাস করে সম্পূর্ন মৌখিক ভাবে বর্গাদারদের নিকট থেকে ১৫বিঘা জমি নিয়ে

পুকুর কেটে মাছ চাষ করছি। আমার নামে পানির মোটর স্থাপন করেছি, হামিদ এগ্রো ফিসারিজ নামে একটি ট্রেড লাইসেন্স করে ব্যবসা করে আসছি হঠাৎ চাচার সাথে একটু বিরোধ তৈরী হওয়ায় চাচা আমাদের সাথে সম্পূর্ণ বে ইমানী করে বর্গাদের ম্যানেজ করে গোপনে এবছর স্ট্যাম্প করে আমার খামারে মাছ চাষের নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার আবেদন করে করেছে । আমি বিষয়টির সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে ন্যয় বিচার কামনা করছি।

এবিষয়ে চাচা আব্দুল খালেক বিশ্বাস জানান জমির বর্গা আমিই ঠিক করে দিয়েছিলাম কিন্তু জমির মালিকরা ঠিকমত টাকা না পাওয়ায় তারা আমার নামে নতুন করে চুক্তি করে দিয়েছে। এলাকাবাসী সংঘাত নিরসনে প্রশাসন সুদৃষ্টি কামনা করেন।

মুক্তিযোদ্ধার জমি দখল, গ্রাম থেকে উচ্ছেদের পায়তারা মামলা তুলে নেওয়ার হুমকি

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ফুরসুন্ধি গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা (অবঃ) সেনা সদস্য মোঃ হাফিজুর রহমানের জমি দখল, গ্রাম থেকে উচ্ছেদের পায়তারা ও চাঁদাবাজি মামলা তুলে নেওয়ার হুমকি এবং ষড়যন্ত্রমূলক মানববন্ধনের প্রতিবাদে ঝিনাইদহে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগি মুক্তিযোদ্ধা পরিবারটি। মঙ্গলবার বেলা ১১ টায় ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনাতনে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

মুক্তিযোদ্ধার কন্যা শাহানাজ পারভিন সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলেন, আমার পিতা দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ্য অবস্থায় আমার মাকে নিয়ে গ্রামে একা থাকেন। আমরা তিন বোন বিয়ের পর স্বামীর সংসার করছি। আর একমাত্র ভাই ঢাকায় চাকুরীরত। ফলে আমার অসুস্থ্য পিতা-মাতাকে নিয়ে একা বাড়ীতে থাকার সুযোগে গ্রামের চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী প্রকৃতির লোক মধু মোহন, উৎপল, আমাদের বসত ভিটা থেকে

মধু মোহন জমি দখল নিতে না পেরে আমার পিতার নিকট ৫ লক্ষ টাকার চাঁদা দাবী করে। চাঁদা না দিলে ঘর বাড়ি ভেঙ্গে আমাদের গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করে দিবে হুমকি দেয়।

পরে আমার পিতা ০৬/০৪/২০২১ তারিখে কোর্টে একটি চাঁদাবাজি মামলা করে, যাহার জি আর মামলা নং- ২১২/২২১। আসামীরা পুলিশের কাছে ধরা পড়ার পর গত ২০/০৫/২১ তারিখে দুপুর বেলা উক্ত মামলার সহযোগী হালিম, কামাল, জসীম, সোনালী, জায়েদ, রেজাউল, ইবরা এদের নেতৃত্বে আনুমানিক ১০০/১৫০ জন লোক আমাদের বসত ভিটা ঘেরাও করে আমার পিতা মাতাকে মারতে আসে এবং আমার পিতার নাম ধরে অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ করা সহ দায়ের কৃত মামলা তুলে নেওয়ার জন্য হুমকি দেয়।

সেসময় আমাকে ও আমার ভাইকে খুন জখম করা সহ বাড়ী ঘর লুট পাটের ভয়ভীতি দেখায়। এরপর অন্য জায়গা থেকে লোক ভাড়া করে এনে মানব বন্ধনের নামে আমার মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে মিথ্যা কথা বলে বিভ্রান্ত করা সহ সম্মানহানী করে। গ্রামের মানুষদের বোঝাচ্ছে যে তারা কতটা ক্ষমতাশালী এবং আমার পিতা সহ আমাদের নাম ধরে মাইকিং করে চাপ সৃষ্টি করা মানে আমরা যাতে মামলা তুলে নিই। আমরা কেউই আইনের উর্ধে নয়।

আমরা যদি মিথ্যা মামলা করি তাহলে এগুলোকি যবর দখলের ধারা বাহিকতায় ২৫৮ নং মৌজায় ফুরসুন্ধি আমার দাদার জমি যাহার দাগ নং- ৪৬২, কামাল কাজী ভোগ দখল করে আছে, ২৫১ নং দাগটি কহিনুর ভোগ দখলে রেখেছে, ২৪২ নং দাগ আমেনার দখলে, ২৩৮ নং দাগ আছে হাসান ও মসলেমের দখলে, ৩৬৩ নং দাগ থেকে ৭০ হাজার টাকার গাছ বিক্রি করেছে হালিম ও রেজাউল। এই সব দাগের জমি গুলো আমি গত ০৫/০৬/২১ তারিখে আমিন নিয়ে মাপা মাপি করি উক্ত ব্যক্তিরা জমির মাপ মেনেও নেই এবং আমরা জমিতে খুটি পুতে আসি।

জমি মাপার ৪ দিন পর মাইকিং এ শুনি অন্য কথা। ১০/০৫/২১ তারিখে দেখি আবার আমাদের উক্ত জমির উপর পূর্বের ন্যায় ইচ্ছামত রাস্তা ও ঘর নির্মান করেছে। উক্ত আসামীরা জামিনে এসে তাদের সহযোগী জসীম, হালিম, রেজাউল, কামাল, ইবরা ও সোনালী এরা জমি দখল দারদের বলেছে এই জমিতে আসলে মার পিট করে হাত, পা ভেঙ্গে দিবি। আমার পিতা একজন মুক্তিযোদ্ধা হয়ে শেষ বয়সে এই প্রভাবশালী ভূমিদস্যুদের চাপাচাপিতে মারা যায় তাহলে এই লজ্জা পুরো বাঙ্গালি জাতির।

একজন বীর মুক্তি যোদ্ধা (অবঃ) সেনা সদস্য হয়েও আমার পিতাকে

অন্যায়, অত্যাচার, নির্যাতন ও অপমানের শিকার হতে হচ্ছে। ভূমি দস্যুরা তার জমি যবর দখল করে নিচ্ছে, প্রভাব খাটিয়ে আমার পিতার সম্পত্তি নিজেদের নামে রেকর্ড করে নিয়েছে অনেকে। আমার একমাত্র ভাই গ্রামে আসতে পারেনা। আমার শরীরে এক বৃন্দ রক্ত থাকতে ও আমার পিতার উপর অন্যায়, নির্যাতন, অসম্মান সহ্য করবোনা। আমার পিতা সেনা গেজেটে একজন বীর মুক্তি যোদ্ধা।

তিনি আরও বলেন, এ বিষয়টি মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করছি। পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুর রহমান ও তার স্ত্রী রোকেয়া বেগম।

ঘরে বসেই চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন গাংনীর ভাটপাড়া আবাসনের বাসিন্দারা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া আবাসন প্রকল্পের ৯০টি পরিবার হাতের নাগালে পাচ্ছেন স্বস্থ্য সেবা। বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সকলের দৌর গোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌছে দেবার লক্ষ ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এফপি আই ইশরাক আবাসনে চিকিৎসা সেবা প্রদানের উদ্যোগ নেন। তাকে সহযোগীতা করছেন স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেনীর মানুষ। বাড়িতে বসে চিকিৎসা ও পরামর্শ পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন সকলে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের এফ ডাব্লিউ এ,এফ ডাব্লিউ ভি গনের উপস্থিতিতে আবাসনের ৯০ টি পরিবাররের ২৫০জনকে পরিবার পরিকল্পনা, বড়ি, কনডম, ইনজেকশন, বিতরণ, গর্ভবতী সেবা, গর্ভ পরবর্তী সেবা, শিশু, কিশোর কিশোরী সেবা, ও সাধারন রোগীদের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আবাসনে স্থায়ীভঅবে বসার স্থান না থাকায় চিকিৎসাসেবা প্রদানে হিমশিম খাচ্ছিলেন সেবা প্রদানকারীরা। সেখানে একটি কমিউনিটি সেন্টারের একটি কক্ষে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এফপিআই ইশরাক বিভিন্ন

ব্যাক্তিদের নিকট থেকে চেয়ার টেবিল যোগাড় করেছেন। আবাসনের সভাপতি শুকুর আলী জানান,আবাসের বাসিন্দরা খুবই অবহেলিত। চিকিৎসা সেবা শেকে শুরু করে সব কিছুতেই পিছিয়ে রয়েছে। স্থানীয় ছেলে ইশরাক আবাসনের মানুষের দুর্দশা দেখে কমিিউনিটি সেন্টারে চেয়ার-টেবিল দিয়ে দীর্ঘদিন চিকিৎসা প্রদান করছেন। এতে আবাসনের বাসিন্দাদের দুরে কোথাও যেতে হচ্ছেনা। হাতের নাগালেই পাচ্ছেন চিকিৎসা সেবা। শুধু চিকিৎসা নয় নানা ধরনের পরামর্শ পেয়েও উপকৃত হচ্ছেন এখানকার মানুষ।

এফপিআই ইশরাক জানান, অবহেলিত মানুষের বসবাস ভাটপাড়া আবাসন প্রকল্পে। তারা অনেক সময় অর্থের অভাবে হাসপাতালে এসে চিকিৎসা সেবা নিতে পারেনা। তাদের কথা বিবেচনা করেই দশ বছর যাবত প্রতিমাসে একবার সেখানে গাছের নিচে কিংবা বাড়ির উঠানে বসে ক্যাম্প ভিত্তিক চিকিৎসা প্রদান করা হতো। এখন কমিিউনিটি সেন্টারের একটি কক্ষে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আবাসনের সকলেই চিকিৎসা নিয়ে স্বাচ্ছন্দবোধ করেছন। সার্বিক সহযোগীতা ও দেখাশোনা করছেন ইশরাক ও ইসতিয়াজ ইউনুস।

গাংনী উপজেলা ইউএইসএফপিও(ভারপ্রাপ্ত) খোকন রেজা বলেন, একটি গ্রামে ২৫০ জন মানুষ বাড়িতে বসেই চিকিৎসা সেবাসহ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ভিবিন্ন পরামর্শ নিয়ে উপকৃত হচ্ছেন। এতে হাসপাতালেও চাপ কমছে। করনাকালীন মুহুর্তে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়েও নানা পরামর্শ পাচ্ছেন তারা। হাতের নাগালে চিকিৎসা সেবা পেয়ে উপকৃত হচ্ছে অনেকেই।